ঈদে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্টরা জানান, বছরের সব সময়ই নতুন নোট ছাপানো হয়। তবে ঈদের আগে নতুন নোটের চাহিদা বেশি থাকায় ছাপানোর পরিমাণও বাড়াতে হয়। কোরবানি দেয়ার জন্য অনেকে পশু কিনবে। এতে করে নগদ টাকার লেনদেন বাড়বে।

বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন নোট ছাড়া হচ্ছে। এবার নতুন মুদ্রার মধ্যে রয়েছে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট। কোরবানিতে পশু কেনাবেচায় বড় অঙ্কের লেনদেন বেশি হয়। তাই এবার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বেশি ছাড়া হবে।

তবে আগের মতোই সমপরিমাণ পুরাতন নোট বাজার থেকে অপসারণ করা হবে। প্রথমে ২৫ হাজার কোটি টাকার নোট সরবরাহ করা হবে। পরে প্রয়োজন হলে আরও নতুন নোট ছাড়া হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, চাহিদা-সরবরাহ নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সারা বছর বাজারে নোট সরবরাহ করে। তবে ঈদের আগে চাহিদা বেশি থাকে বলে এসময় বেশি নতুন নোট ছাড়া হয়।

কোরবানির কারণে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে নগদ টাকার চাহিদা বেশি হবে। এটা বিবেচনায় নিয়ে এবার ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে প্রায় দুই লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকার কাগজের নোট দেশে প্রচলিত আছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী বছরের মাঝের দিকে হয়তো যেকোনও একটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিস্তৃত পরিসরে সহজলভ্য হতে পারে। সাধারণত যেকোনও ভ্যাকসিন তৈরি এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কয়েকবছর এমনকি কয়েক দশকের দরকার হয়। তবে অক্সফোর্ডের এই ভ্যাকসিন যদি সফল হয় তাহলে সেটি হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

গত ১৫ জুলাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, ভ্যাকসিন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী দল বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকীতে এর ফল প্রকাশের অপেক্ষা করছেন। তবে এ বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য তিনি দেননি।

এর আগে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তারা ভ্যাকসিনটির সফলতার ব্যাপারে ৮০ শতাংশ আশাবাদী। যদি সফল হয় তাহলে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মানুষের শরীরে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ শুরু করা যেতে পারে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

মেহেরপুরে বোনের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর কর্মকর্তার সাথে তরুনের ধস্তাধস্তি

মেহেরপুরে আযিম ওরফে রাজা(১৮) নামের এক মাদক মামলার আসামী ও মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিদর্শক শাহ জালাল খান সহ তিন জনের সাথে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পরে সরকারি কর্মকর্তার গায়ে হাত তোলার অপরাধে রাজা আটক করে মেহেরপুর সর থানায় সোপর্দ করা হয়। সোমবার মেহেরপুর শহরের বোস পাড়ায় রাজার চাচা জাহিদের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় এ ঘটনা ঘটে।

রাজার পরিবারের দাবি মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়িতে কারনে অকারনে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর থেকে অভিযানে আসে। এ কারনে আমাদের বাড়ির মেয়ের কয়েকদিন আগে বিয়ে ভেঙে যাই। পাশের ঘরে রাজার

চাচা জাহিদ থাকে। সেখানে অভিযানে আসলে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে কেন আসেন বলে গালি গালাজ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পরিদর্শক শাহ জালাল রাজার উপর চড়াও হয়। পরে তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

এমন অবস্থায় এসআই খসরু আল মামুন ও সিপাহী সাইদুর রহমান এগিয়ে আসলে তাদের সাথেও টানা হেছড়া শুরু হয়।

পরে রাজাকে আটক করে মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চোখ বেঁধে রাজাকে বেধড়ক পেটানো হয় বলে অভিযোগ করেছে রাজা। আযিম ওরফে রাজা মেহেরপুর শহরের বোস পাড়ার মাসুদের ছেলে। তার বিরুদ্দে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা আছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিদর্শক শাহ জালাল খান বলেন, এর আগে রাজার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রাজাকে গাজাসহ আটক করা হয়। কিন্তু সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজার পাশের বাড়ি তার চাচা জাহিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযান শেষে ফেরার পথে রাজা আমাদের উপর চড়াও হয়ে আক্রমন চালায়।

অপরদিকে এ ঘটনার সাক্ষি হালদার পাড়ার রাইহান পরিদর্শক শাহ জালাল খানের সাথে দেখা করতে গেলে সেখানে থাকা এ এস আই শহিদুল ইসলাম রাইহানসহ তার বন্ধু দিঘির পাড়ার মোতালেব এর ছেলে নাসির উদ্দিনকে অফিস থেকে বের করে দেয়। পরে অফিসের বাইরে এ এস আই ও তাদের সাথে তুমুল বাকবিতন্দা শুরু হয়। নাসির উদ্দিন জানান, আমি ও রাইহান পরিদর্শকের সাথে দেখা করতে গেলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে অফিস থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে আমাদের বাঁশ দিয়ে মারতে চড়াও হয়। একজন সরকারি কর্মকর্তার এহেন আচরনে আমরা হতাশ। পরে পরিদর্শক শাহ জালাল খান এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়।
মেপ্র/এমএফআর

চুয়াডাঙ্গায় আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপি প্রদান

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে মানবতা ফাউন্ডেশন।

সোমবার (২০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রাপ্ত স্মারকলিপিটি তৎক্ষনাৎ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার, সংস্থার মানবাধিকার সেলের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার শিল্পী, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এ্যাভোকেট নওশের আলী, ওম্যান এন্ড চাইল্ড সেলের চীফ লইয়ার এ্যাডভোকেট তানিয়া লাঞ্চ, অপারেশন অফিসার জিল্লূর রহমান ও পাবলিক রিলেশন অফিসার হাফিজ উদ্দিন হাবলু প্রমুখ।

এ ব্যাপারে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খনন্দকার বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় ছোট্ট জেলা চুয়াডাঙ্গায় প্রতিদিনিই আতংকজনক হারে করোনাভাইরাসের রোগী শনাক্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। এ জন্য জেলাবাসির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

কৃষিখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে

কৃষিখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে জানিয়েছেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

তিনি বলেন, কৃষিখাতসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। তাহলেই কেবল দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড আরও চাঙ্গা হবে। তারা দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

সোমবার কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, কৃষিখাতের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হলে বিনিয়োগ বাড়বে,যা দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে কারিগরি সহায়তা পেলে অনেক উন্নতি লাভ করবে।

বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, মিরপুরের মধু মামুন মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তার জীবন বদলে দিয়েছে। তাই তাকে আজ কৃষি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরকারিভাবে একটি পিক-আপ বিতরণের মধ্য দিয়ে আজ নতুন দিগন্তের সুচনা উন্মোচন করলো। তাই তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই তরুণরাই কৃষিকে লাভবান কৃষিতে রুপান্তর করবে বলেও জানান তিনি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি-২) ফেজ-২ প্রজেক্ট এর আওতায় এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড ও ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্ত সিআইজি গ্রপ ও কৃষি উদ্যোগতার মাঝে এসব কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ সাবিহা সুলতানা, উপসহকারী

কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

পরে কৃষকদের হাতে এসব যন্ত্রপাতির চাবি ও কাগজপত্র তুলে দেন অতিথিরা।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, কৃষি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ভর্তুকিতে ৫ টি সিআইজি গ্রুপের সদস্যদের মাঝে রিপার, সিডার মেশিনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সহায়তা মেশিন ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা মধু মামুনকে একটি পিকআপ বিতরণ করা হয়।

গাংনীর কসবা গ্রামের হাটু কাদায় দুর্ভোগের রাস্তাটি পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কসবা গ্রামের আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

আজ সোমবার বেলা বারোটার সময় গ্রামের মাঠ মুখী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করে তারা।মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এস এম তৌহিদ হুসাইন নিলু।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,গ্রামবাসীসহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আনা-নেয়ার একমাত্র রাস্তাটি হাটু কাদায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়ে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারেও ঘরে আনতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি।

বক্তারা আরো বলেন, রাস্তাটি পাকা করন করে দেবার জন্য জেলা প্রশাসক উপজেলা প্রশাসন এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। প্রতিশ্রুতি পেতে পেতে এলাকাবাসী অনেকটা নুইয়ে পড়েছে।এলাকাবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে রাস্তাটি পাকা করনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে।সেই

সাথে বর্তমান মেহেরপুর 2 আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে রাস্তাটি পাকা করন করার জোর দাবি জানিয়েছে।

ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য বরাদ্দে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব নয়।তবুও যতদূর পরিষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা একেবারে সামান্য। এই মুহূর্তে এমপি মহোদয়ের দৃষ্টি করলে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব হবে।

মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলেছি খুব শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা করনের ব্যবস্থা করে এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা ঘোচানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেয়েদের বাল্য বিয়ের অনুমতি চেয়ে মায়ের আবেদন, ইউএনও’র লেখাপড়ার দায়িত্বভার গ্রহণ

মুজিবনগরে লেখাপড়ার খরচ মেটাতে না পারায় মেয়েদের বাল্য বিয়ের অনুমতি চেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে আবেদন করেছেন এক হতভাগ্য মা। কিন্তু মেয়েরা লেখপাড়া করে নিজেদের স্বাবলম্বী করতে চান।
মেয়েদের ইচ্ছা পূরণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: উসমান গনি তাদের ৮ মাসের লেখাপড়ার খরচ, ইউনিফর্ম কেনার জন্য আর্থিক সহযোগীতা করে তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। এনিয়ে তিনি তার ফেসবুকে সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যা হুবুহু তুলে ধরা হলো।
স্বামী ভ্যান চালক। কিছুটা বাউন্ডালে স্বভাবের হওয়ায় ঠিকমত রোজগার করতে পারেন না। স্বামীর অতি সামান্য আয়ে সংসার যেন চলছেই না। তার উপর তিন মেয়ের লেখাপাড়ার খরচ ও ভরণপোষণ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই মেয়েদের বিয়ে ছাড়া আর বিকল্প কিছুই চিন্তা করতে পারছে না তিনি। তিনি শুনেছেন বাল্য বিয়ে দিলে জেল

হবে। তাই বিয়ের অনুমতি নিতে চার মেয়েসহ আজ আমার অফিসে হাজির হয়েছেন মা। মেয়েরা উপজেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বড় মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে, মেজ মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে, সেজ মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখা করে এবং ছোট মেয়ে মায়ের কোলে।

মেয়েদের কাছে তাদের ইচ্ছা জানতে চাইলে সকলেই একবাক্যে বলে, তারা লেখাপড়া শিখে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তাদের মা বলেন, একটু সহযোগিতা পেলে তিনি কখনও মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের কথা চিন্তা করতেন না। লেখাপড়া খরচ, পোশাক, স্কুলের ইউনিফর্ম, প্রাইভেট শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি খরচ যোগাড় করা এখন অসম্ভব। তিনি আফসোস করে বলেন এসব বিষয়ে একটু সহযোগিতা পেলে তিনি তার মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড় করতেন! তার আফসোস মিটানো হলো।

ফলে শর্ত সাপেক্ষে মেয়েদের ৮ মাসের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ, পোশাকের খরচ, ইউনিফর্মের খরচ নগদ প্রদান করা হলো। শর্তের অংশ হিসেবে তারা তিন বোন আমাকে কথা দিয়েছে- এখন থেকে আরও ভাল করে পড়ালেখা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মা কথা দিয়েছেন- মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা আর চিন্তাই করবেন না। শর্ত দুটি পূরণ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরবর্তীতে আরও সহযোগিতা করা হবে।

দোয়া করি সকলের ইচ্ছাই পূরণ হোক। মেয়েগুলো অনেক বড় হয়ে বাবা- মায়ের মুখে হাসি ফুটাক।

ঈদযাত্রায় করোনার বিস্তার রোধে একযোগে কাজ করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

ঈদযাত্রায় করোনার সংক্রমণ বিস্তার রোধে এবং জনগণকে সুরক্ষা দিতে দায়িত্বশীল সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার বনানীস্থ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর প্রধান কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সড়ক-মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এটি ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিআরটিএ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঈদ যাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণ আশংকা রোধে কাজ করতে হবে।’

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, টার্মিনাল প্রতিনিধি, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব অংশীজনদের নিয়ে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনে কোরবানির পশু পরিবহন বন্ধ করতে হবে এবং তা উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈদের তিন দিন আগে থেকে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সার্ভিস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে জ্বালানি সংগ্রহ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি থামানো যাবে না। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এবং পাশে কোনোভাবেই পশুরহাট বসানো যাবে না।

বিআরটিএর মোবাইল কোর্ট সার্বক্ষণিক এসব মনিটর করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি টিপ শেষে গাড়ির ভেতর ও বাইরে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যেসব পরিবহন, মালিক-সমিতি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময়ে তিনি ঈদের আগে ও পরে সিএনজি স্টেশনসমূহ খোলা রাখতে জ্বালানি বিভাগকেও অনুরোধ জানান।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙ্গা, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এসছানে এলাহি প্রমুখ।

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার

ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]